ক. চুক্তি:

· **চুক্তির রক্ত (যাত্রাপুস্তক 24:1-6, 8)**

- ঈশ্বর ইস্রায়েলকে একটি জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন (১২টি স্তম্ভ); তিনি বিশেষভাবে যুবকদের গুরুত্ব দিলেন; এবং তিনি নিজেকে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি উৎসর্গ করলেন (তাদের উপর তাঁর রক্ত ছিটিয়ে)।
- ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে এবং বিশ্বাসীদের সম্প্রদায় হিসেবে সম্পর্ক চান।

· **চুক্তি পালন (যাত্রাপুস্তক 24:7)**

- সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে লোকেরা চুক্তি পালনের জন্য নিজেদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিল। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি অল্পকালীন ছিল (যাত্রাপুস্তক 32:8)।
- পরবর্তী প্রজন্মও চুক্তি পালনের সংকল্প করেছিল (যিহোশূয় 24:18)। তবে যিহোশূয় তাদের স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছিলেন: *"তোমরা সদাপ্রভুর সেবা করতে পারবে না" * (যিহোশূয় 24:19)।
- আমাদের ভালো ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কী আমাদের ঈশ্বরের আজ্ঞা মানতে বাধা দেয়?
- আমরা প্রকৃতিগতভাবে অবাধ্য (রোমীয় 7:18), এবং আমাদের প্রবৃত্তি বদলানোর জন্য কিছুই করতে পারি না (রোমীয় 7:24)।
- কিন্তু যদি আমরা ঈশ্বরকে অনুমতি দিই, তবে তিনি আমাদের স্বভাব বদলাতে পারেন (যিহিষকেল 36:26-27)। তিনি শুদ্ধ করেন, দূর করেন, দেন এবং স্থাপন করেন যাতে আমরা তাঁর আজ্ঞা মানতে পারি। কেবল তিনিই আমাদের শক্তিশালী করেন (২ করিন্থীয় 12:10)।

· **চুক্তির ভোজ (যাত্রাপুস্তক 24:9-18)**

- যেমন আমরা যাকোব ও লাবানের উদাহরণে দেখি, প্রাচীন কালে চুক্তি নিশ্চিত করতে দুই পক্ষের মিলিত ভোজ অন্তর্ভুক্ত থাকত (আদিপুস্তক 31:44-54)।
- সিনাই পর্বতে ঈশ্বর ৭৪ জনকে "চুক্তির ভোজ" দিলেন: মোশি, হারুন, নাদাব, আবিহূ এবং ৭০ জন প্রবীণ, যারা সমগ্র জাতির প্রতিনিধি ছিল (যাত্রাপুস্তক 24:9-11)।
- যখন যীশু নতুন চুক্তি প্রতিষ্ঠা করলেন, তিনি ১২ জন প্রেরিতের সঙ্গে ভোজ ভাগ করে তা করলেন (মথি 26:26-28)।
- প্রভুর ভোজে যখনই আমরা অংশ নিই, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের চুক্তি নবায়ন করি। রুটি ও দ্রাক্ষারস গ্রহণ করে আমরা যীশুর মধ্যে প্রাপ্ত ক্ষমা ও পরিত্রাণ উদযাপন করি (১ করিন্থীয় 11:26)।
- অবশেষে পরিত্রাণ প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও, নাদাব, আবিহূ কিংবা যিহূদা–কাউকেই এই "চুক্তির ভোজ" থেকে বাদ দেওয়া হয়নি।

খ. নমুনা:

· **নমুনার উদ্দেশ্য (যাত্রাপুস্তক 25:1-9)**

- এই নিশ্চয়তা স্বরূপ যে তিনি চুক্তির নিজের অংশ পূর্ণ করবেন, ঈশ্বর মানুষের মধ্যে বাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন।
- কিন্তু ঈশ্বরের শারীরিক উপস্থিতি সবার জন্য তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ডেকে আনত (নির্গমন 33:20)। তাই তিনি তাদের আদেশ দিলেন যেন তারা একটি পবিত্র স্থান নির্মাণ করে, যেখানে তিনি তাঁর উপস্থিতি প্রকাশ করতে পারেন। এই উপস্থিতি প্রতীক দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল, কারণ ঈশ্বর কোন পার্থিব মন্দিরে শারীরিকভাবে বাস করেন না (প্রেরিত 17:24)।
- মোশিকে একটি নমুনা দেখানো হয়েছিল এবং নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। জনগণকে প্রয়োজনীয় উপকরণ দিতে বলা হয়েছিল (যাত্রাপুস্তক 25:2-7)।
- মোশির পবিত্রস্থান ও সলোমনের মন্দির–দুটিই স্বর্গীয় পবিত্রস্থানের নমুনা ছিল (ইব্রীয় 8:1-2; ১ রাজাবলি 8:27, 30)।
- যখন কোনো ইস্রায়েলি পবিত্রস্থানে প্রবেশ করত, তখন সে প্রতীকীভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করত... যতক্ষণ না যীশুর মৃত্যু পরে পর্দা ছিঁড়ে যায়।

· **নমুনার প্রস্তুতি (যাত্রাপুস্তক 31:1-18)**

- যদিও ঈশ্বর মোশিকে নির্মাণ নিয়ে অনেক বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছিলেন, তবুও তিনি প্রতিটি খুঁটিনাটি বলেননি। যেমন–পিতলের ধোয়ার পাত্র, করুব, যাজকদের পাগড়ি ইত্যাদি কেমন হবে? এতে পবিত্র আত্মা নির্মাতাদের প্রতিভার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলেন।
- পবিত্রস্থান নির্মাণের নির্দেশের মাঝেই সব্বাথের বিশেষ উল্লেখ আছে (যাত্রাপুস্তক 31:12-17)। এ সবের সঙ্গে সব্বাথের কী সম্পর্ক?
- পবিত্রতাই মূল চাবিকাঠি। পবিত্র ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমাদেরও তাঁর মতো পবিত্র হতে হবে। সব্বাথ সেই পবিত্রতার প্রতীক (যাত্রাপুস্তক 31:13; যিহিষকেল 20:12, 20)।